যায়যায়দিন

তারিখ ৩/৭/2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকের বাড়িভাড়া ১০০ টাকা!

দ্রুত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করুন

যে কোনো জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সঠিক শিক্ষা অর্জন একটি অপরিহার্য বিষয়। অর্থাৎ শিক্ষার সঠিক মান নিশ্চিত করতে না পারলে অন্য সবদিক থেকে সমৃদ্ধ হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আজ যে সভ্যতা অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, তার পেছনে শিক্ষার অবদান অনস্বীকার্য। তাই এই শিক্ষাদানে নিয়োজিত শিক্ষক সমাজ সব মানুষের জন্য শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবেই বিবেচিত। আর এই কারণেই শিক্ষককে বলা হয় মানুষ গড়ার কারিগর। কিন্তু এই শিক্ষকরা তাদের ব্যক্তি জীবনেই যদি এক ধরনের আত্মগ্লেষ তথা বিভিন্নরকম বিপদের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে তবে তা হবে জাতির জন্য সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয়। এতে সবধরনের উন্নতি হবে বাধাগ্রস্ত। সাম্প্রতিককালে এ দেশের শিক্ষকদের বেহাল অবস্থা খুবই লক্ষণীয়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদানের পরিবেশ থেকে শুরু করে শিক্ষকদের বেতন কাঠামো, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ সবকিছুতেই শিক্ষাদান প্রতিবন্ধকতার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। সম্প্রতি জানা গেছে, ১০ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ভোকেশনাল শিক্ষকরা মানববন্ধন করেছেন। সেখানে তারা বিভিন্ন আক্ষেপের কথাও ব্যক্ত করেন। এছাড়া বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি।

তাদের আলোচনা ও সামগ্রিক দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বিভিন্নভাবেই শিক্ষকদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আলোচনা করা হচ্ছে। বর্তমানে যেখানে বাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে মানুষের অবস্থা কাহিল, বাড়ছে পোশাক-আশাকের দাম, এসব অবস্থা বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের নিজেদের একটি ন্যূনতম সচ্ছল জীবনযাপনও অসহ্য পর্যায়ে চলে এসেছে, এই অবস্থায় তারা ছাত্রছাত্রীদের কীভাবে সঠিক ও আন্তরিকভাবে শিক্ষা দেয়ার মনোবল পাবে তা ভাবার বিষয়। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ভোকেশনালের শিক্ষকদের মাসিক বাড়িভাড়া মাত্র ১০০ টাকা। চিকিৎসাভাতা ১৫০ টাকা। ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাসিক বেতন ৫০০ টাকা। একটি দেশের শিক্ষকের যদি এ অবস্থা হয় তবে এর চেয়ে হাস্যকর ও লজ্জার বিষয় আর কী হতে পারে। এসব বেতন কাঠামোর ভিত্তিতে বলা যায়, বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শিক্ষকরা যা বেতন পাচ্ছে তা একেবারেই অপ্রতুল। এসব বেতন তথা নামমাত্র সুযোগ-সুবিধা আরো শিক্ষকদের বিপদের মধ্যেই ফেলে দিচ্ছে। কারণ একজন শিক্ষক যদি পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা পান তবে তার আর কোনো পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকা সম্ভব না বা উচিতও না। কিন্তু এরকম অবস্থা যদি সৃষ্টি হয় তবে কী করে শিক্ষকরা সঠিকভাবে শিক্ষাদানে সক্ষম হবে তা কোনোভাবেই বোধগম্য নয়। আর যদি এ অবস্থার পরিবর্তন না হয় তবে এ দেশের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভেবে দেখা দরকার। এ অবস্থা চললে একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীরা সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে অন্যদিকে এরা আগামী প্রজন্মের ধারক-বাহক হলে, তখন দেশে কী অবস্থা তৈরি হবে?

অতএব, আমরা সরকারকে বলতে চাই সবচেয়ে আগে এ শিক্ষক তথা দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিন। কেননা সঠিক শিক্ষাদান ও শিক্ষকের একটি ন্যূনতম সচ্ছল জীবনযাপনের মাধ্যমেই শিক্ষাকে আরো এগিয়ে নিতে হবে। তবেই দেশের আর সব উন্নয়ন সাধন সম্ভব হবে। যেখানে সবকিছুর দাম এত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে শিক্ষকের প্রতি এ আচরণ কোনোভাবেই সফলতা বয়ে আনবে না। যার খেসারত দিতে হবে জাতিকেই। তাই যত দ্রুত সম্ভব সরকার এসব বিষয়কে মাথায় রেখে গুরুত্বের সঙ্গে সমাধানে সচেষ্ট হবে এমনটাই প্রত্যাশিত।

> ভোকেশনালের শিক্ষকদের মাসিক বাড়িভাড়া মাত্র ১০০ টাকা। চিকিৎসাভাতা ১৫০ টাকা। ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাসিক বেতন ৫০০ টাকা! একটি দেশের শিক্ষকের যদি এ অবস্থা হয় তবে এর চেয়ে হাস্যকর ও লজ্জার বিষয় আর কী হতে পারে!